আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
- ৯ আগষ্ট ২০০৩

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন উপলক্ষে আজ বিশ্বের আদিবাসী জনগণের জীবনযাত্রা, বৈচিত্র ও অবদানের কথা স্মরণ করছি। তাদের নিজ মৃত্তিকা সংরক্ষণের সংগ্রাম ও বৈষম্য প্রতিরোধ প্রচেষ্টাকে আমরা সম্মান করি। ব্যপক ও দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে যারা আপন পরিচয় বিসর্জন ব্যতিরেকে স্বীয় পিতৃপুরুষের ঐতিহ্যকে ধারণ করে সাচ্ছন্দে বিচরণ করেন তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। আমরা এটাও স্মরণ করতে চাই যে, আদিবাসী মানুষের বেচে থাকার বিপদ, এবং তাদের বিশ্বাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা এখনও বিলুপ্তির শঙ্কামুক্ত নয়।

১৯৮২ সালের এই দিনে আদিবাসী বিষয়ক কর্ম-গ্রুপ প্রথম সম্মিলিত হয়। সেই থেকে দীর্ঘ পরিক্রমায় আদিবাসী প্রশ্নের রূপরেখাটি আজ আন্তর্জাতিক আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৯৩ সাল ছিল আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ এবং ১৯৯৫ থেকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের শুরু। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন আদিবাসী মানুষের অধিকারের খসড়া ঘোষণাপত্র তৈরীতে কাজ করে যাচ্ছে, এবং আদিবাসী প্রশ্নটি নিরীক্ষার জন্য একজন বিশেষ কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন। অতি সম্প্রতি আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী আলোচনা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা জাতিসংঘে আদিবাসী গণমানুষের একটা বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র স্থান করে দিয়েছে। জাতিসংঘ, সদস্যরাষ্ট্র ও আদিবাসীদের মধ্যে অংশীদারিত্বের কর্মকৌশল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী কেন্দ্র এই প্রত্যাশা জাগায় যে, এই দশকের মূলমন্ত্র 'কাজের মাধ্যমে অংশীদারিত্ব' হলো- অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রসমূহে বাস্তবতার দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়া।

মানব সংসার অপার সৌন্দর্য ও বৈচিত্রময়তার এক অনুপম সৃষ্টিকর্ম। পৃথিবীর আদিবাসী মানুষ সেই সৃষ্টিশীলতার এক সমৃদ্ধ সমন্বিত সত্ত্বা। মানব পরিবারের অন্য সদস্যকে শেখাবার এবং নিজেদের গর্ব করার মতো অনেক কিছুই আছে তাদের। আদিবাসীদের অধিকার ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ সকল দেশের সকল মানুষের মনযোগের মৌলিক দাবি রাখে।

(জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা)

** ** **